16/

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN 7 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৪ ...

একটিতে নেই অধ্যক্ষ আরেকটিতে উপাধ্যক্ষ

# গাইবান্ধার ৩ সরকারি কলেজে ৩৮টি শিক্ষকের পদ শূন্য

জহুরুল কাইয়ুম, গাইবান্ধা থেকে : জেলার তিনটি সরকারি কলেজে একটি অধ্যক্ষ, একটি উপাধ্যক্ষসহ ৩৮টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে কলেজ তিনটিতে শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

গাইবান্ধা সরকারি কলেজে উপাধ্যক্ষ এবং গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজে অধ্যক্ষের পদ বর্তমানে শূন্য। পলাশ বাড়ী সরকারি কলেজসহ এ তিনটি কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের আটটি, সহকারী অধ্যাপকের ১২টি এবং প্রভাষকের ১৬টি পদ খালি রয়েছে।

জেলার বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাইবান্ধা সরকারি কলেজে উপাধ্যক্ষ নেই। অধ্যক্ষও আগামী ২৯ জুলাই অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে যাবেন। সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি পদের মধ্যে ছয়টি এবং সহকারী অধ্যাপকের ১৪টি পদের দুটি শূন্য রয়েছে। আর প্রভাষকের নয়টি পদ খালি রয়েছে। ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, রসায়ন এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক নেই। অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য। বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, গণিত, প্রাণিবিদ্যা বিভাগে একটি করে এবং পদার্থবিদ্যায় দুটি প্রভাষকের পদ খালি রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং ক্যাটালগারের পদ তিনটিতে গত ৬ বছর ধরে কেউ নেই।

গত তিন বছর ধরে কলেজটিতে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং অনার্স কোর্সের অনেকগুলো ক্লাস চালাতে যেখানে প্রতি বিভাগে সাত জন করে শিক্ষক থাকার কথা সেখানে অনেক বিভাগে শিক্ষক আছেন মাত্র দুইজন করে। ১০টি অনার্স বিষয়ের মধ্যে বাংলায় তিন, ইংরেজিতে দুই, অর্থনীতিতে তিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দুই, ইতিহাসে দুই, ইসলামের ইতিহাসে চার, দর্শনে তিন, হিসাববিজ্ঞানে চার, ব্যবস্থাপনায় দুই এবং গণিতে তিনজন শিক্ষক রয়েছেন। ফলে শিক্ষকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে এবং শিক্ষাদান বিঘ্নিত হচ্ছে।

গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজে উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন বহুদিন ধরে। ৩৩টি শিক্ষক পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১১টি। এর মধ্যে ইংরেজি ও অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের পদ থাকলেও শিক্ষক নেই। অন্য কোনো বিভাগে ঐ পদই সৃষ্টি হয়নি। বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, গণিত ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও গণিত বিভাগে একজন করে প্রভাষক নেই। মাত্র একজন করে শিক্ষক দিয়ে চলছে ইংরেজি, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিত, ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসসমূহ। একমাত্র ইসলামের ইতিহাস বিভাগেই রয়েছে তিনজন শিক্ষক।

পলাশবাড়ী কলেজ সরকারিকরণের পর কোনো নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। সে কারণে ঐ কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের কোনো পদ নেই। সহকারী অধ্যাপকের ছয়টি পদের পাঁচটিই শূন্য। পদগুলো হচ্ছে বাংলা, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিভাগে। প্রভাষকের ২৯টি পদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগে একটি করে পদ শূন্য। মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছেন সমাজবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত বিভাগে।

কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে বারবার শিক্ষক সংকটের কথা জানালেও শূন্য পদগুলো পূরণ হচ্ছে না। আর শিক্ষক স্বল্পতার কারণে জেলার এ তিনটি সরকারি কলেজেই পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।